কল্লোল

ভাগ – I

শ্রেণি – VI

(রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা কর্তৃক বিকশিত)

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড, পাটনা

নির্দেশক (প্রাথমিক শিক্ষা), শিক্ষা বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ।

সৌজন্যে ঃ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা ।

সর্ব শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমের অন্তর্গত
পাঠ্য পুস্তকের নিঃশুল্ক বিতরণ ।
ক্রয় বিক্রয় দণ্ডণীয় অপরাধ ।

© বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং কপোরেশন লিমিটেড

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800 001 দ্বারা প্রকাশিত এবং

সম্পাদকের ভূমিকা

কল্লোল ভাগ - 1 প্রাথমিকস্তরে মাতৃভাষা হিসাবে বাঙলা ভাষা শেখার দ্বিতীয় পাঠ্য - পুস্তক রূপে প্রণীত হয়েছে। এটি শুধু সাহিত্য পুস্তক নয় ।

কিংশুক দ্বিতীয় ভাগে যুক্তাক্ষর শেখানো হয়েছে। শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম স্তরে হ'ল 'শোনা', তারপর 'বলা', 'পড়া ও লেখা'। শোনার দক্ষতা আয়ত্তে আনার পর সে বলতে শেখে ও মুখের কথাকে লিপির মাধ্যমে দেখতে ও পড়তে শেখে। এরপর সে লেখার অভ্যাসও ক্রমশঃ আয়ত্তে আনে । শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ হলো শিশুর মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলা, তাকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

ভাষা শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক ও জন্মজাত ক্ষমতা। ভাষা শিক্ষার প্রথমস্তরে মাতৃভাষার শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে। সেই শিক্ষাসংক্রান্ত বুনিয়াদি সত্যকে মনে রেখে এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। পাঠগুলিকে যথাসম্ভব সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশুর মানসিক গ্রহণযোগ্যতার কথা সর্বদা মনে রাখা হয়েছে। এতে কিছু ছড়া, রূপকথা, নীতিকথা, ছোট ছোট গল্প রাখা হয়েছে। পাঠগুলিকে রসগ্রাহী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পদ্যগুলি শিশুমনের উপযোগী করে পরিবেশন করা হয়েছে। শিশুমনকে আকৃষ্ট করার জন্য ছন্দের উপর নির্ভরশীল ছড়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শিশুরা যাতে ছড়াগুলি মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে পারে তার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই বইতে রঙীন ছবি সমেত ২২ টি পাঠ দেওয়া হয়েছে।

বাঙলা দেশ ও পশ্চিমবঙ্গে যেটি মান্য কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা রূপে সমাজে ও সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে, অর্থাৎ নদীয়া শান্তিপুর ও কলকাতার ভাষা, সেই ভাষারই লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই - এ অনুসরণ করা হয়েছে। বাঙলা দেশ, পঃবঙ্গ, ত্রিপুরা প্রভৃতি সরকারও এই ভাষাকেই নিম্ন প্রাথমিক বাঙলা পাঠের মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই জন্যই ঐ স্বীকৃত কথ্য ভাষার লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই - এ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রতিটি পাঠের শেষে যে- সব প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, তার বাইরেও সংশ্লিষ্ট বিষয় বা রচনার মৌখিক প্রশ্ন আলোচনা করলে ভাল হয়।

সম্পাদক মন্ডলী

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে জুলাই 2007 থেকে বিহার রাজ্যের মাধ্যমিক শ্রেণিগুলির (I - X) জন্য নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক প্রচ্ছদ অলঙ্করণ করে মুদ্রিত করা হোল। এই বইটি বিহার রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

বিহার রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি – I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী হরি নারায়ণ সিং এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানউপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনা বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতেই নিরূপিত হবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী যাতে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য উপযুক্ত স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

আশুতোষ, ভা.ব.সে

নির্দেশক,

বিহার রাজ্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশন নিগম লি০

দিক্ নির্দেশ - সহ পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমন্বয় সমিতি

* **শ্রী রাজেশ ভূষণ,** রাজ্য পরিযোজনা নির্দেশক
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **শ্রী মুখদেব সিং** - ক্ষেত্রীয় শিক্ষা উপনির্দেশক
  তিরহুত প্রমণ্ডল
* **শ্রী বসন্ত কুমার** — শৈক্ষিক নিবন্ধক,
  বি. এস. টি. পি. সি. পাটনা
* **ড. শ্বেতা শান্ডিল্য** — শিক্ষা বিশেষজ্ঞ,
  ইউনিসেফ, পাটনা
* **শ্রী হাসান ওয়ারিস** — নির্দেশক
  এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **শ্রী রামেশ্বর পাণ্ডেয়** — কার্যক্রম পদাধিকারী,
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **ড. এস. কে. মোইন** — সদস্য সচিব
  বিভাগাধ্যক্ষ, এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **ড. জ্ঞানদেব মণি ত্রিপাঠি** — প্রাচার্য,
  টি. আই. এইচ. এস, পাটনা

সংযোজক :

ড০ স্নেহাশিস দাস — অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা

বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় — অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা) বি. এন. কলেজ, পাটনা
ড০ বীথিকা সরকার — শিক্ষক পাটনা কলেজিয়েট স্কুল (সংকলক)
ড০ সাধনা রায় — অধ্যাপক কলেজ অফ কমার্স, পাটনা, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়
ড০ বর্ণালী বসাক — অধ্যাপক গর্দানীবাগ রাজকীয় মহিলা মহাবিদ্যালয় পাটনা
কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য — সহশিক্ষক, মারওয়াড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা সিটি
ড০ শুভ্রা চৌধুরী — সহশিক্ষক, রঘুনাথ প্রসাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা
গৌরদাস বর্মণ, প্রধান শিক্ষক, চৌতরোয়া, পশ্চিম চম্পারণ
শঙ্কর কুমার সরকার, সহশিক্ষক, মধ্য বিদ্যালয়, মঝারিয়া কলোনী, বেতিয়া,
শুভলক্ষ্মী লাহিড়ী — সহশিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা
অনিতা মল্লিক — সহশিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা
ড০ শামা পরভীন — সহশিক্ষক, রাজকীয় মধ্যবিদ্যালয় পালি, বিহিটা,

সমীক্ষক :

ডঃ গুরুচরণ সামন্ত — অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা), কলেজ অফ কমার্স, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ রাত্রি রায় — অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2005 এবং বিহার রাজ্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2006 এর উপর ভিত্তি করে বিকশিত ও নতুন পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে এই বইটি রচিত হয়েছে। এই বইটি রচনা কালে মনে রাখা হয়েছে — "শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে দেওয়া যাতে তারা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসম্ভব সার্থক ও সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও যেন তারা বুঝতে পারে যে সমাজের অন্যান্যদেরও এই ধরণের চেষ্টা করার পূর্ণ অধিকার আছে।" এই শিক্ষাক্রম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বিদ্যালয়-জীবন ও তার বাইরের জীবন-চর্চার মধ্যে ফারাক থাকা উচিত নয়। পাঠ্যপুস্তক ও তার বাইরের জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

এই বইটিতে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির বিকাশ, তাদের সৃজনশক্তি, তাদের প্রশ্ন করা ও উত্তর পাবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সৃষ্টিমূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পৃষ্টপোষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও এই প্রশ্নে একমত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের বইয়ের প্রতি অভিরুচি বাড়াবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। মূল পাঠ ও তৎসংলগ্ন অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নগুলিকে ছাত্রদের উপযোগী করে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে হবে। গ্রন্থটি বিকশিত করার সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়েছে। গ্রন্থ রচনার সময় স্মরণে রাখা হয়েছে প্রবহমানতার সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার মেল ঘটিয়ে এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে তা উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা যেন বোঝা না মনে হয়।

হাসান ওয়ারিস

নির্দেশক

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ,

পাটনা, বিহার

সংকলকের প্রতিবেদন

নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য এই সংকলনটি প্রকাশিত হোল । বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি ও লেখকদের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির নির্বাচিত অংশ নিয়ে এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে । বর্তমান যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বাংলা গদ্য ও পদ্যের ধারাবাহিক বিকাশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বুনিয়াদী ধারণা গড়ে দেওয়াই বর্তমান সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য । বাংলা ভাষার নানা ধরনের রচনার মধ্যে দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে ।

একটা বাঁধা ধরা সময় সীমার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক শেষ করে পরীক্ষায় বসতে হয় । এই সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখে শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশের সহায়করূপে বইটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । যে ভাবধারা মতান্ধতা ও অন্য প্রকার প্রগতি বিরোধী সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় সেই জাতীয় ভাবধারা সম্বলিত লেখা এখানে পরিহার করে সংবেদনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রগতিশীল রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিশুমনের অহেতুক ভীতি, শিশুমনের কল্পনা, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে সহায়ক লেখাগুলিকে চয়ন করা হয়েছে । সাধু ও চলিত ভাষার রচিত উভয় প্রকার লেখা সংকলনে গ্রহণ করা হয়েছে । আশা করা যায় শিক্ষকরা পড়াবার সময় সাধু ও চলিত ভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন ।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য একটি পাঠের খানিকটা অংশ পড়ার পর পাঠ্যাংশের সম্ভাবিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে । মূল পাঠের শেষে বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে, যার শীর্ষক 'পাঠবোধ' ।

একটি পাঠ পড়ার পর শিক্ষার্থী কতটা গ্রহণ করল বা পরবর্তী জীবনে সেই পাঠ তার সুন্দর সুষ্ঠু জীবন গড়তে কতটা সহায়ক হবে, সেই দৃষ্টি কোণ থেকেই কোনো কোনো পাঠের শেষে **'আলোচনা করো' ও 'করতে পারো' এই দুইটি বিভাগ সংযোজিত হোল যা সম্পূর্ণরূপ লিখিত পরীক্ষা বহির্ভূত থাকবে ।**

'আলোচনা করো' বিভাগটিও ক্লাসে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সহায়ক হবে ।

'করতে পারো' বিভাগটিও অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদের সমাজ বা পরিবেশ সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও গঠনমূলক কাজে প্রেরিত করবে । বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটিতে যথাসম্ভব পশ্চিমবঙ্গ

বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত সরল বানান অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কম্প্যুটরে ছাপার সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষরগুলির সরল রূপ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হোল যেমন — **রু - রু, রূ - রূ, শু - শু, ন্তু - ন্তু, ক্ত - ক্ত,**

বাড়ী - বাড়ি, পাখী - পাখি, শ্রেণী - শ্রেণি, কাহিনী - কাহিনি ইত্যাদি।

জেনে রাখো, বিশিষ্ট লেখক ও কবিদের সংকলিত পাঠগুলিতে পুরোনো বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বর্তমানে সেই বানানগুলির সরল রূপ 'পাঠ পরিচয়' ও 'পাঠবোধ' - এ দেওয়া হোলো। শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাতে এই নতুন বানান অনুসরণ করবে। 'কী' এবং 'কি' এর সংশয় দূর করবার জন্য জেনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো প্রশ্নের উত্তর কেবল 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' তে হলে 'কি' প্রয়োগ হবে। যেমন — তুমি যাবে কি ? উত্তর - 'হ্যাঁ' বা 'না'। প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ হলে 'কী' প্রয়োগ হবে। যেমন — তুমি কী খাচ্ছ ? উত্তর — চিনেবাদাম খাচ্ছি। এই পার্থক্য বিশদভাবে নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকের বানানে সর্বত্র একরূপতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সংস্করণে যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করা হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির নাম 'কল্লোল' রাখা হয়েছে। কল্লোলের আভিধানিক অর্থ শব্দকারী তরঙ্গ, মহানন্দ, কলরব। এই শ্রেণির কিশোর কিশোরীর আনন্দোচ্ছ্বাস কলরব যেন বিরামহীন তরঙ্গের মতো কূল ছাপিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এই কথা মনে রেখেই বইটির নামকরণ করা হয়েছে।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা - নিরীক্ষা মূলকভাবে রচিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক সৃজনশীল পরামর্শ আমরা আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব।

শিক্ষার্থীরা যাতে কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে সেইজন্য শিক্ষকদের যথারীতি যত্নবান হয়ে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বীথিকা সরকার

কোথায় কি আছে

শ্রেণি — VI

(গদ্য)

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
1.	প্রকৃত শিক্ষা বুদ্ধ জাতক কথা		1 - 10
2.	সাধুজীর স্টীমার খাওয়া	অধ্যাপক	11 - 18
3.	সুভাষের- স্মৃতি	বাসন্তী দেবী	19 - 23
4.	অপুর অলীক ভীতি	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	24 - 31
5.	দাদুর উত্তর	বনফুল	32 - 38
6.	গগনে উদিল রবি	অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)	39 - 46
7.	প্রাকৃতিক ভারসাম্য	অমরেন্দ্র নাথ গুহ	47 - 52
8.	বনমালীর চিকিৎসা	শিবরাম চক্রবর্তী	53 - 60
9.	চির তুষারের দেশ	সুদীপ্তা সেনগুপ্ত	61 - 64
10.	ব্যদ্যিনাথের বড়ি	লীলা মজুমদার	65 - 71
11.	বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী	মহাশ্বেতা দেবী	72 - 76
12.	বিজ্ঞান মনস্কতা	ডঃ ভবানী প্রসাদ সাহু	77 - 81